প্রথম আলো

তারিখ ১৭ JUL ২০১৬
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১-৫

ফারাজ আইয়াজ হোসেন

অবিন্তা কবীর

তারিশি জৈন

তিন শিক্ষার্থীকে নিয়ে মার্কিন শিক্ষকের কথা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয় ১ জুলাই জঙ্গি হামলায় দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ ২২ জন নিহত হন। তাঁদের মধ্যে তিনজন ঢাকার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁরা হলেন ফারাজ আইয়াজ হোসেন, অবিন্তা কবীর ও তারিশি জৈন। ওই স্কুলে এখন শিক্ষকতা করছেন রাসেল উইলিয়ামস। এর আগে প্রায় দুই দশক তিনি পড়িয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভেরমন্ট অঙ্গরাজ্যের ওয়েস্টমিনস্টারে।

১ জুলাই গুলশানে জঙ্গি হামলার পর ভেরমন্ট পাবলিক রেডিওর পক্ষ থেকে অ্যালেক্স কিফে ও অ্যানি রাসেল যোগাযোগ করেন রাসেল উইলিয়ামসের সঙ্গে। তাঁদের এই আলাপচারিতার অডিও ও লিখিত বর্ণনা ভিপিআর ডটনেট—এই ওয়েবসাইটে ৬ জুলাই প্রচারিত হয়। রাসেল উইলিয়ামস ওই রেডিওকে এভাবেই বলেছেন তাঁদের কথা।

> ফারাজ একজন ভালো মুসলিম ছিল বলেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছিল, কারণ তার সংস্কৃতি এ রকমই শিখিয়েছে, তার ধর্মও তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে
>
> **রাসেল উইলিয়ামস**
> শিক্ষক
> আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

নিহত ছাত্রছাত্রীদের কথা

'এখানে মুসলিমদের সম্পর্কে একজন আমেরিকানের মন্তব্য শুনে শঙ্কিত হই। কারণ, আমি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এমন মন্তব্য পড়েছি আর সামনাসামনিও কয়েকজনের মুখে শুনেছি—হামলাকারীরা ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকে বলেছিল, "আমরা এখানে বিদেশিদের মারতে এসেছি। তোমরা যদি বাংলাদেশি হও, চিন্তার কিছু নেই।" ওরা লোকজনকে আলাদা করতে শুরু করে, আর সে জন্য তারা কোরআনের সুরা জিজ্ঞেস করতে থাকে। জিম্মি লোকজন সেটা বলতে পারে কি না, তার ভিত্তিতেই ভাগাভাগি করা হয়েছিল।'

'ঘটনাস্থলে জিম্মিদের মধ্যে আমাদের স্কুলের তিন শিক্ষার্থীও ছিল, দুজন মেয়ে আর একজন ছেলে। তাদের সবাই যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছে। ছেলেটা—ফারাজ হোসেন খুব ভালো মুসলিম ছিল। আমার বন্ধু বলেছে, সে ফারাজকে প্রতি শুক্রবার মসজিদে যেতে দেখত। হামলাকারীরা যখন তাকে সুরা জিজ্ঞেস করেছিল, সে ঠিকঠাক বলতে পেরেছিল। ওরা ফারাজকে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গী দুই বন্ধুর কী হবে—তা জানতে চেয়েছিল সে। ওদের পরনে ছিল পশ্চিমা পোশাক। তাই হামলাকারীরা বলল, ওরা ছাড়া পাবে না। তখন ফারাজ বলল, সেও ওদের সঙ্গে থাকবে। কারণ, বন্ধুদের এভাবে ফেলে যেতে চায় না সে।'

'ফারাজ একজন ভালো মুসলিম ছিল বলেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছিল। কারণ, তার সংস্কৃতি এ রকমই শিখিয়েছে, তার ধর্মও তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। আর তাই আমি মুসলিমদের সম্পর্কে লোকজনের মুখে নেতিবাচক মন্তব্য শুনলে মেনে নিতে পারি না। কারণ, ফারাজ যেভাবে ওখানে থেকে গিয়েছিল, সে কথাটা আমার মনে পড়ে।'

ঢাকায় ফেরার বিষয়ে

'আমি শঙ্কিত, তবে আরেকটা কথা বলি: হামলার দুই দিন পর আমি আমেরিকান ক্লাবে যাওয়ার পথে একটা এটিএম বুথে থেমেছিলাম। একজন লোক সেখানে আমার পাশের যন্ত্রে (এটিএম) নিজের কাজ সেরে নিচ্ছিল। আমাদের কাজ প্রায় একই সঙ্গে শেষ হয়। তখন লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমার কাঁধে হাত রাখল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি খুবই দুঃখিত।" তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। লোকটি আরও বলল, "এটা বাংলাদেশ নয়। প্লিজ, আমাদের ক্ষমা করুন।" আমার মনে হচ্ছে, আমি যে বাংলাদেশকে চিনি, লোকটা তারই প্রতিনিধি।'

ফারাজ আইয়াজ হোসেন আর অবিন্তা কবীর পড়তেন যুক্তরাষ্ট্রের ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলেতে পড়তেন ভারতীয় তরুণী তারিশি জৈন। তবে তাঁরা তিনজনই আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁদের স্মরণে ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলেতে অনুষ্ঠান করেছেন তাঁদের বন্ধু ও শিক্ষকেরা।